মেহেরপুরে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (১২ জুলাই) সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

সভায় জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। এ সময় পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ রাখতে প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং সর্বস্তরের জনগণের সম্মিলিত সহযোগিতা কামনা করেন।

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের সভাপতিত্বে সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বিজিবি চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়নের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, সরকারি মহিলা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক কাজী আশরাফুল আলম, মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. সাজ্জাদ হোসেন, পিপি নজরুল ইসলাম, মুস্তাফিজুর রহমান তুহিন, জেলা আনসার ও ভিডিপির কমান্ড্যান্ট আল-আমিন, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সঞ্জীব মৃধা, জেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আব্দুস সাত্তার, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আব্দুর রাহীম, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রাশিদুল হাসান, জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সাইদাতুন নেসা নয়নসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

এছাড়া সভায় মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, চোরাচালান, অনলাইন জুয়ার নেতিবাচক প্রভাব এবং এসব অপরাধ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

অপরাধ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সভায় জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা, জেলার সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে পার্টনার ফিল্ড স্কুল কংগ্রেস অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনীতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এন্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনরশিপ এন্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) এর আওতায় পার্টনার ফিল্ড স্কুল কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর আয়োজন বৃহস্পতিবার সকালে গাংনী উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যশোর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ আলমগীর বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সনজীব মৃধা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার মতিয়র রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ডিএই-পার্টনার এর সিনিয়র মনিটরিং অফিসার কৃষিবিদ সাজ্জাদ হোসেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, কৃষি খাতের আধুনিকায়ন এবং কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে এ ধরণের কর্মশালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সঠিক প্রযুক্তি এবং উন্নত কৃষি চর্চার (Bangladesh GAP) মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এই প্রকল্পের কার্যক্রম আরও জোরদার করার আহ্বান জানান তারা।

এসময় কংগ্রেসে কৃষি উদ্যোক্তাসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

আলমডাঙ্গায় স্টার্টআপ, বিজ্ঞান প্রকল্প ও উদ্ভাবন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় উৎসবমুখর পরিবেশে তরুণ শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী চিন্তা ও নতুন উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে স্টার্টআপ, বিজ্ঞান প্রকল্প ও উদ্ভাবন প্রদর্শনী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের যৌথ উদ্যোগে এ ব্যতিক্রমী আয়োজন করা হয়।

গতকাল শুক্রবার আলমডাঙ্গা উপজেলা মডেল মসজিদের হলরুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তাদের তৈরি করা আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকল্প, স্টার্টআপ উদ্যোগ ও ডিজিটাল উদ্ভাবন উপস্থাপন করে।

পরে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহিনুর আক্তার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য মাসুদ পারভেজ রাসেল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মাহমুদুল হক এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জিয়াউল হক। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা ও উপস্থাপনা করেন উপজেলা শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার ইমরুল হক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য মাসুদ পারভেজ রাসেল বলেন,

“স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে তরুণদের বিজ্ঞানমনস্কতা ও উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।” তিনি শিক্ষার্থীদের এ ধরনের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে নিজেদের দক্ষতা ও মেধার বিকাশ ঘটানোর আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা শিক্ষার্থীদের প্রদর্শিত বিভিন্ন স্টার্টআপ উদ্যোগ ও বিজ্ঞান প্রকল্প ঘুরে দেখেন এবং তাদের মেধা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী সক্ষমতার প্রশংসা করেন।

দামুড়হুদায় বিজ্ঞান প্রকল্প ও উদ্ভাবনী ধারণা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

‘মেধা, বিজ্ঞান, উদ্ভাবনের দেশ সবার আগে বাংলাদেশ’ প্রতিপাদ্যে দামুড়হুদা উপজেলায় স্টার্টআপ, সায়েন্স প্রজেক্ট অ্যান্ড ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম হলে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সহকারী শিক্ষক শফিকুল ইসলাম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এস এম শাহ্ আলম, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামছুজোহা পলাশ, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলাম, জেলা শিক্ষা অফিসের সহকারী পরিদর্শক মুতাসিম বিল্লাহ্, উপজেলা আইসিটি শিক্ষা কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম এবং দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম।

জানা যায়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উদ্যোগে এবং

এডুকেশনাল এক্সিলেন্স সাপোর্ট স্কিমের (EESS) সহযোগিতায় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকল্প, স্টার্টআপ ধারণা ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ উপস্থাপন করে।

প্রদর্শনীতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এ সময় অতিথিরা বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করে শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী প্রকল্প সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং তাদের সৃজনশীল উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান অর্জন করে দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাইস্কুল, দ্বিতীয় হয় রেসিডেন্সিয়াল আইডিয়াল স্কুল এবং তৃতীয় স্থান লাভ করে কেরু উচ্চ বিদ্যালয়।

আয়োজকরা জানান, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি ভবিষ্যৎ উদ্যোক্তা তৈরিতে এ আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচিত সেরা প্রকল্পগুলো পরবর্তীতে জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

অতিথিরা বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা এবং উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার বিকল্প নেই। এ ধরনের আয়োজন শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

চুয়াডাঙ্গায় সাপ্তাহিক সাহিত্য পাঠের আসর “পদধ্বনি” অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সাহিত্য পাঠের আসর ‘পদধ্বনি’-এর ১৬২১তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেল চারটায় পরিষদের নিজস্ব কার্যালয়ে এটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগার সম্পাদক হুমায়ুন কবীর এবং সঞ্চালনায়

ছিলেন অর্থ সম্পাদক মিম্মা সুলতানা মিতা।

আসরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন— গুরু কাজল মল্লিক, জি এম জোয়ার্দার, মরিয়ম সুলতানা ভুবন, সালমা খাতুন, মর্জিনা খাতুন, আব্বাসউদ্দীন, হারুন অর রশিদ, আবু নাসিফ খলিল, সুমন মালিক, গোলাম কবীর মুকুল ও পূর্ণিমা রাণী সাহা। এছাড়া গল্প শুনিয়েছেন মিম্মা সুলতানা মিতা ও সরদার আলী হোসেন।

পাঠকদের লেখা ও সাহিত্য নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করেন অধ্যক্ষ হামিদুল হক মুন্সী, সরদার আলী হোসেন, হুমায়ুন কবীর এবং আবু নাসিফ খলিল। চুয়াডাঙ্গার স্থানীয় কবি ও সাহিত্যিকদের এই মিলনমেলায় জেলার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে বিরাশিয়ান বন্ধু মেলা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সরকারি কলেজের ১৯৮০-৮১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হন প্রায় এক হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী। পড়ালেখা শেষ করে অনেকেই চাকরি কিংবা ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যস্ত। কেউবা দূরপ্রবাসে।

বন্ধুদের মধ্যে যোগাযোগ যখন বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে, তখন ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে এক ভিন্ন পথ ধরেন ওই ব্যাচেরই শিক্ষার্থীরা।

আজ শনিবার (৬ জুন) সকালে প্রায় সাড়ে চার দশক পর সরকারি কলেজের সম্মেলন কক্ষে মিলনমেলার বিরাশিয়ান বন্ধু মেলার আয়োজন করা হয়। এসময় জেলার নানা প্রান্ত থেকে আসা শিক্ষার্থীরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, ছবি তোলা, আড্ডা ও গল্পে মেতে উঠেন।

বিরাশিয়ান বন্ধু মেলার প্রধান সমন্বয়ক আবু জাফরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরকারি কলেজের (অব.) অধ্যাপক ফজলুল হক, মেহেরপুর

সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক খেজমত আলী মালিথা।

মিলনমেলায় মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে যুক্ত হয় বন্ধুদের আড্ডায়। দেড় শতাধিকের বেশি বন্ধুর আগমনে সম্মেলন কক্ষে সেই পুরো দিনের আড্ডায় ফিরে যান তারা।

বন্ধু মেলায় অংশ নিতে সকাল থেকেই সরকারি কলেজে আসতে থাকে ১৯৮২ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা।

ছাত্র কিংবা ও শিক্ষক হিসেবে ক্যাম্পাসে সময় কাটানো ভিন্ন এক অনুভূতি। দীর্ঘদিন পর ছাত্র জীবনের আড্ডা মিস করতে চান না।

মিলনমেলা আয়োজনে কাজ করা বন্ধুরা জানান, বন্ধুরা মিলে একটি এক মিলন মেলায় আয়োজন করেছি। সবাই বেশ সাড়া দিয়েছে।

সবাই মিলে আড্ডা, গল্প, খাওয়া-দাওয়া,গান করেছি। এই যেন ক্যাম্পাস জীবনেই ফিরে গিয়েছিলাম। বেশ ভালো সময় কেটেছে।

ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার বর্তমান বাস্তবতায় নিজের মধ্যে বন্ধুত্ব আর ঐক্য চায় মেহেরপুর সরকারি কলেজের ১৯৮০-৮১ সেশনের শিক্ষার্থীরা। এতে শঙ্কটে বন্ধুদের পাশে দাঁড়ানোসহ কলেজ ও সমাজের মানুষের জন্য কাজ করতে চায় তারা।

গাংনীতে এপেক্স বাংলাদেশের ডিজি-০৬ এর পালাবদল ও স্কুলিং অনুষ্ঠিত

এপেক্স বাংলাদেশের ডিজি-০৬ এর পালাবদল ও স্কুলিং অনুষ্ঠান জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার গাংনীর কার্নিভাল রেস্টুরেন্টে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এপেক্সিয়ান জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং সঞ্চালনা করেন ডিজি-০৬ এর গভর্নর রফিকুল আলম বকুল।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এপেক্স বাংলাদেশের জাতীয় সভাপতি আবু নাঈম মোঃ মাকসুদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন এবং এপেক্স বাংলাদেশের লাইফ গভর্নর আশরাফুল হক মানিক।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এপেক্স বাংলাদেশের এনওয়াইসিডি আসাদুজ্জামান খোকন, এনএসডি শাহনেওয়াজ পারভিন সেতু, এনএডি জুয়েল চৌধুরী এবং এপেক্সিয়ান কবীর আহমেদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আমিরুল ইসলাম, তেরাইল জোড়পুকুরিয়া ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ জিনারুল ইসলাম, কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু সায়েম পল্টু, প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন, রফিকুল ইসলাম ও হেলালউদ্দীন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এপেক্স বাংলাদেশের ন্যাশনাল সেক্রেটারি ফিরোজ আহমেদ নিশান, এপেক্স ক্লাব অব মাদারীপুরের সভাপতি এইচ এম হাবিবুর রহমান, এপেক্স ক্লাব অব মিরপুরের সভাপতি মরিয়ম আক্তার মুক্তা এবং এপেক্স ক্লাব অব মাদারীপুরের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান মুক্তা।

অনুষ্ঠানে এপেক্স ক্লাব অব মেহেরপুরের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

সভায় এপেক্স ক্লাব অব মেহেরপুরের ২০২৬ সালের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে সভাপতি হিসেবে জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মইনুল ইসলাম মিন্টু নির্বাচিত হন। পরে সংগঠনের সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান ডিজি-০৬ এর গভর্নর রফিকুল আলম বকুল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় সভাপতি আবু নাঈম মোঃ মাকসুদুর রহমান এপেক্স বাংলাদেশের ইতিহাস, কার্যক্রম ও সাংগঠনিক পরিচালনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এপেক্স সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে এবং সুনাগরিক গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে শিক্ষকদের সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষকদের অংশগ্রহণে সংগঠনের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে। পাশাপাশি সমাজের কম সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের কল্যাণে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে বিএনপির সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত

“দাঁড়িপাল্লা ও ধানের শীষ একসাথে চলতে পারে না” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে এ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি শহরের কাথুলী বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে কোর্ট চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

এর আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মাসুদ অরুন।

তিনি বলেন, “ধানের শীষে যারা ভোট দিয়েছেন আমি শুধু তাদের ঐক্যবদ্ধ থাকার কথা বলি। ধানের শীষে যারা ভোট দিয়েছেন তারা ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। আর বিএনপির নামে যারা দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

তিনি আরও বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং ফ্যাসিবাদবিরোধী জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনাকে সামনে রেখে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়তে বিএনপি কাজ করছে।

সমাবেশে স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় রেইজ প্রকল্পের আওতায় চাকরি মেলা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় রেইজ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষানবিশদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে চাকরি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে দর্শনা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ট্রেড

ট্রেনিং সেন্টারে এ চাকরি মেলার উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার বলেন, “বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে একটি ছোট দেশ। আর চুয়াডাঙ্গা একটি ছোট জেলা হলেও এখানে অনেক গুণী ব্যক্তি ও সফল উদ্যোক্তা রয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকে দেশব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছেন। তাই তরুণদের শুধু চাকরির পেছনে না ছুটে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হওয়ার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “নিজেকে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে একজন ব্যক্তি শুধু নিজের পরিবারের নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদে পরিণত হন। তাই বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে চাকরি খোঁজার পাশাপাশি উদ্যোক্তা হওয়ার দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে।”

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-নির্বাহী পরিচালক নাফিসা আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান, পিকেএসএফের রেইজ প্রকল্পের মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম ও প্রকল্প সমন্বয়কারী) দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওবায়দুর রহমান সাহেল, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ আল শামীম, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম সনি এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা জহির রায়হান।

চাকরি মেলায় প্রায় ১০টি কোম্পানির স্টল অংশ নেয়। আয়োজকরা জানান, পিকেএসএফের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়নে এ মেলার আয়োজন করা হয়।